তারিখ ... 09 DEC 1985 ...
পৃষ্ঠা... ... ...কলাম... ... ...

দৈনিক বাংলা

নব দিগন্তের সূচনা

(১ম পৃঃ পর)

এরশাদও এক সাংবাদিক সম্মেলনে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন।

উদ্বোধনী অধিবেশনের উষ্ণতা, আন্তরিকতা ও জৌলুস নিয়েই শুরু হয় শীর্ষ সম্মেলনের সমাপ্তি অধিবেশন। একটা কথ্য-তের প্রকাশ বহন করে হাসিমুখে দক্ষিণ এশিয়ার রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানরা অধিবেশন হলে প্রবেশ করেন ৩টা ৪৪ মিনিটে। নেপালের রাজা সমাপ্তি অধিবেশনে সার্কের সনদ এবং পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ঘোষণাপত্র 'ঢাকা ডিক্লারেশন' গ্রহণের প্রস্তাব করেন। সকল রাষ্ট্র ও সরকার প্রধান এবং প্রতিনিধিদলের সদস্যদের বিপুল করতালির মধ্য দিয়ে উভয় প্রস্তাব গৃহীত হয়। অভিন্ন ঐতিহ্য এবং সমস্যার অংশীদার দক্ষিণ এশিয়ার সাতটি দেশের আঞ্চলিক সহযোগিতার সংগঠন পাঁচ বছরের প্রচেষ্টার পর বাস্তবে রূপ নেয়।

সমাপ্তি ভাষণে রাষ্ট্র নেতারা সার্ক গঠনের ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে বলেন, এই সংগঠন দক্ষিণ এশিয়ায় আস্থা সৃষ্টি করে উত্তেজনা প্রশমনের ক্ষেত্রেও অনদান রাখবে। ফলে এই অঞ্চলে নিরাপত্তা জোরদার হবে।

সার্ক চেয়ারম্যান প্রেসিডেন্ট এরশাদও তাঁর সাংবাদিক সম্মেলনে এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন— গতকালও আমাদের মনে যেসব ভয় ছিল আজ তা অনেক কমে গেছে।

প্রেসিডেন্ট এরশাদ তাঁর সমাপ্তি ভাষণে বলেন, শীর্ষ বৈঠক বাস্তব সহযোগিতার মধ্য দিয়ে দক্ষিণ এশিয়ায় নতুন রাজনৈতিক প্রেরণা সৃষ্টি করবে। এর মাধ্যমে তৈরি হবে সহযোগিতার নতুন নতুন ক্ষেত্র।

তিনি বলেন, আমরা খোলামেলা মত বিনিময় করেছি। অন্য দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের নতুন ভাষা খুঁজে পেয়েছি। এটাই আমাদের আসল বন্ধন।

প্রেসিডেন্ট এরশাদ ঢাকা শীর্ষ সম্মেলনকে আগামী শীর্ষ সম্মেলনগুলির ভিত্তি বলে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, সহযোগিতার বলিষ্ঠ কাঠামো সনদে রয়েছে। এখন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও সচিবরা এগিয়ে যাওয়ার জন্যে শক্তিশালী ক্ষেত্র পাবেন।

তিনি বলেন, আঞ্চলিক সহযোগিতার সুফল লাভের সুযোগ শীর্ষ সম্মেলন বাংলাদেশের জনগণ ও সরকারকে দিয়েছে। এই সম্মেলন দক্ষিণ এশিয়ায় আন্তরিক ও ফলপ্রসূ আন্ত-ক্রিয়ার ক্ষেত্র সৃষ্টি করেছে।

ভুটানের রাজা জিগমে সিংগে ওয়াংচুক বক্তৃতায় বলেন, তাঁর দেশ সকল সময় আঞ্চলিক শান্তি ও স্থিতিশীলতার স্বার্থে প্রতিবেশী দেশগুলির সাথে সুসম্পর্ক রাখতে চেয়েছে। তিনি বলেন, সার্কের মধ্য দিয়ে এই লক্ষ্য বাস্তবায়নের আশা আমরা দেখতে পাচ্ছি।

রাজা [illegible]

কাজে পরিণত করা এবং বাগ্মীতাকে বাস্তবে রূপ দেয়া কঠিন। ভবিষ্যৎ বংশধররা যেন মনে না করে যে আমরা বৃথা সময় নষ্ট করেছি।

তবে তিনি আশা প্রকাশ করেন যে নির্দিষ্ট কর্মসূচীর কাজ এগিয়ে গেলে এই অঞ্চলের জনগণ অবশ্যই সুফল পাবে।

শীর্ষ সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্ত শুধু আঞ্চলিক দারিদ্র্য, ক্ষুধা ও জরা-ব্যাধির সমস্যাই দূর করবে না প্রতিটি সদস্য দেশের জাতীয় উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়নেও সহায়ক হবে বলে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক উল্লেখ করেছেন।

সমাপ্তি ভাষণে তিনি বলেন, সার্ক সনদ ও ঢাকা ডিক্লারেশন দক্ষিণ এশিয়ায় এক নতুন যুগের সূচনা করেছে। এই সনদে যৌথ চেষ্টা ও ত্যাগের ইচ্ছাই প্রতিফলিত হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

প্রেসিডেন্ট জিয়া জানান, এবারের শীর্ষ বৈঠক দ্বিপক্ষীয় বহু সমস্যা আলোচনার সুযোগ সৃষ্টি করেছিল।

শ্রীলংকার প্রেসিডেন্ট জয়বর্ধন সার্ককে একটি জাহাজের সাথে তুলনা করেন। তিনি বলেন, আমরা একটা জাহাজ ভাসালাম। এতে যেন বিদ্রোহ না হয়।

তিনি বলেন, এই জাহাজ ক্ষুধা, দারিদ্র্য, বেকারত্ব, অপুষ্টির বন্দরে পৌঁছে মানুষকে যেন [illegible] বলেন, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি এবং দক্ষিণ এশিয়ার ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে মোক্ষম সময়ে [illegible]।

তিনি বলেন, আমাদের বিপুল মানব ও প্রাকৃতিক সম্পদসহ যৌথভাবে এখন আমরা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রভাব রাখতে সক্ষম হব।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী সমাপ্তি ভাষণে বলেন, শীর্ষ সম্মেলনের ফল দক্ষিণ এশিয়ার একশ কোটি মানুষের জন্যে নতুন ভোরের সূচনা করেছে।

শীর্ষ সম্মেলনকে ঐতিহাসিক বলে বর্ণনা করে শ্রী গান্ধী বলেন, সার্ক সফল হবে। কারণ সদস্য দেশগুলোর সাধারণ আশা-আকাঙ্ক্ষা থেকেই সার্কের জন্ম হয়েছে।

বক্তৃতায় তিনি বলেন, জনসংখ্যার দিক থেকে দক্ষিণ এশীয় সহযোগিতার সংগঠন যেকোন আঞ্চলিক সংগঠনের চেয়ে বড়। সাতটি দেশ সার্ক-কে আঞ্চলিক শান্তির ফোরামে রূপ দিতে পারবে বলে তিনি আশা করেন।

তিনি জানান, যে বিরাট আশা নিয়ে দুদিন আগে রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানরা ঢাকা এসেছিলেন, শীর্ষ সম্মেলনের মাধ্যমে তা সফল হয়েছে। সার্কের সনদে এই অঞ্চলের মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি ও শান্তি প্রতিষ্ঠার দৃঢ় ইচ্ছাই প্রতিফলিত হয়েছে।

মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট মামুন আবদুল গাইয়ুম বলেন, সার্ক সদস্য দেশগুলির আলাদা নিরাপত্তা এবং যৌথ স্বাধীনতার ক্ষেত্র প্রশস্ত করবে।

এই সংগঠন বিশ্বাস ও আস্থার ভাব সৃষ্টি করে আঞ্চলিক উন্নতির উপর প্রভাব ফেলবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

নেপালের রাজা বীরেন্দ্র বীর [illegible]

ঢাকা ঘোষণা

(১ম পৃঃ পর)

বিশ্বাস প্রকাশ করেন। উল্লেখ্য, সার্কভুক্ত সাতটি দেশই জাতিসংঘ ও জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের সদস্য।

বিশ্বের এক-পঞ্চমাংশ জনগণ অধ্যুষিত সাতটি দেশই দারিদ্র্য, অনুন্নয়ন, স্বল্প উৎপাদন, বেকার ও জনবৃদ্ধির সমস্যায় আক্রান্ত বলে উল্লেখ করে তারা বলেন যে সাতটি দেশই এসব সমস্যায় মহাচ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। দেশগুলোর সম্পদ, সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করে কার্যকরী আঞ্চলিক সহযোগিতার মাধ্যমে দেশগুলো তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি বৃদ্ধি এবং জাতীয় ও সমষ্টির আত্মনির্ভরতার প্রয়াসকে জোরদার করা সম্ভব বলে নেতৃবৃন্দ দৃঢ় বিশ্বাস প্রকাশ করেন। ইতিমধ্যে সাতটি দেশের মধ্যে ৯টি ক্ষেত্রে সমন্বিত এ্যাকশন প্রোগ্রামের অগ্রগতিতে তারা সন্তোষ প্রকাশ করেন। সমতা ও অংশীদারিত্বের চেতনায় একটি উপযুক্ত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মধ্যে সহযোগিতার ক্ষেত্রকে সংহত ও সম্প্রসারণের ইচ্ছেও নেতৃবৃন্দ প্রকাশ করেন।

বিশ্ব সভ্যতায় দেশগুলোর অবদানের কথা স্মরণ করে নেতৃবৃন্দ মনে করেন যে সাতটি দেশ একত্র হয়ে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তাদের যথাযথ ভূমিকা পালন এবং বিভিন্ন সিদ্ধান্তকে পুনর্বিন্যস্ত করতে পারবে।

জনগণের জীবনের মান উন্নয়নে দেশগুলোর তাদের নিজস্ব ও সমষ্টিগত প্রয়াস কার্যকরীভাবে অনুসরণ করা শান্তি ও নিরাপদ পরিবেশেই কেবল সম্ভব হতে পারে বলে ঘোষণায় নেতৃবৃন্দ তাঁদের বিশ্বাস প্রকাশ করেন। এ প্রসঙ্গে তারা অবনতিশীল আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। অস্ত্র প্রতিযোগিতা বিশেষ করে আণবিক অস্ত্র প্রতিযোগিতায়ও তারা উদ্বেগ প্রকাশ করেন এবং মনে করেন যে এর ফলে মানবজাতি ধ্বংসের হুমকির মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে। অস্ত্র প্রতিযোগিতা আন্তর্জাতিক উত্তেজনা বৃদ্ধি করছে এবং জাতিসংঘের সনদকেও লঙ্ঘন করছে। তারা আণবিক অস্ত্র তৈরি, পরীক্ষা ও মওজুদ [illegible] বন্ধেরও আহ্বান জানান। এ প্রসঙ্গে তারা জেনেভায় রিগান ও গোরবাচেভের মধ্যে অনুষ্ঠিত সম্প্রতি বৈঠকের উল্লেখ করে আশা প্রকাশ করেন যে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার ক্ষেত্রে এ বৈঠক ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে।

ক্রমবর্ধমান বিশ্ব অর্থনৈতিক সংকটে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে তারা বলেন যে দক্ষিণ এশিয়াসহ অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশে অবনতিশীল আর্থ-সামাজিক অবস্থার ফলে উন্নয়নের সম্ভাবনা গুরুতর প্রতিবন্ধকতার সামনে পড়েছে। এ প্রসঙ্গে তারা রফতানী পণ্যের মূল্য হ্রাস, [illegible] বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অবনতি, সংরক্ষণ ব্যবস্থা জোরদার করা, ক্রমবর্ধমান ঋণের বোঝা এবং বহিঃসম্পদ প্রবাহ হ্রাস [illegible] করে

কনসেশনাল সহযোগিতা কমে যাওয়ার কথা উল্লেখ করে বলেন যে এসব সমস্যা উন্নয়নশীল দেশগুলোর অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুতর প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। এছাড়া প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও বিশ্ব খাদ্য পরিস্থিতিও উন্নয়নশীল দেশগুলোকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। তাঁরা দরিদ্র ও অনগ্রসর দেশগুলোর চাহিদা পূরণে আন্তর্জাতিক অর্থ ও কারিগরী প্রতিষ্ঠানগুলোর সহযোগিতা হ্রাস পাওয়ায় উদ্বেগ এবং বহুপক্ষীয় সহযোগিতা বাধাপ্রাপ্ত ও দুর্বল হয়ে যাওয়ায় দুঃখ প্রকাশ করেন। তারা আন্তর্জাতিক উন্নয়ন স্ট্র্যাটেজি ও স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জন্যে নয়া কর্মসূচীর লক্ষ্য বাস্তবায়নের প্রয়াস জোরদার করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তারা উত্তর-দক্ষিণ সংলাপ অবিলম্বে শুরু করা ও সর্বজনীন অংশগ্রহণের ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক অর্থ ও মুদ্রা সম্মেলন অবিলম্বে ডাকার জন্যে আহ্বান জানান।

[illegible] শীর্ষ সম্মেলনের ঐতিহাসিক [illegible] কথা উল্লেখ করে বলা হয় [illegible] পরবর্তীতে সার্ক [illegible] ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হবার দেশগুলোর [illegible] নৈতিক [illegible] গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে এবং [illegible] সমষ্টিগত আত্মনির্ভরতা, [illegible] করবে।